অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর- বার্কলে

বার্কলের মতে জড়জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসই নিরীশ্বরতা, সন্দেহবাদ ও সমস্ত অধর্মের মূল উৎস। তাই তাঁর প্রধান লক্ষই ছিল জড় জগতের অস্তিত্ব খণ্ডন করা। বার্কলের মতে যখন আমরা বলি, 'কোনো একটি বস্তু আছে' তখন একথার একমাত্র অর্থ হতে পারে যে, কোনো না কোনো ব্যাক্তি এটিকে প্রত্যক্ষ করছে। কোনো ব্যাক্তি দেখছে, শুনছে এরূপ চিন্তা না করে যথাক্রমে রং বা শব্দ আছে এরূপ আমরা চিন্তাই করতে পারি না। অনুভব যোগ্য কোনো বস্তুর অস্তিত্বকে যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে বিযুক্ত করে কল্পনাও করা যায় না সেহেতু বার্কলের সিদ্ধান্ত হল- কোনো মনের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখে কোনো জড় বস্তু অস্তিত্বশীল হতে পারে না। তাঁর মতে বস্তুর মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই এবং প্রত্যক্ষের বাইরে বস্তুর কোনো সত্ত্বা নেই অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকা মানেই প্রত্যক্ষীত হওয়া। তাই তিনি বলেন অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর (Esse est percipi)।

ভাব্বাদী বার্কলের মতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু হল আমাদের মনের ধারণা মাত্র এবং এই জগৎ হল ধারণার সমষ্টি। তিনি তাঁর এই মতবাদের দ্বারা যাবতীয় জাগতিক বস্তুকে আমাদের মনের ধারনায় পরিনত করেছেন। তাহলে এগুলি কি আমাদের মনের কল্পনা মাত্র? এর উত্তরে বার্কলে বলেন যে, তিনি এসবের বাস্তবতা অস্বীকার করছেন না, তিনি শুধু অস্তিত্ব কথাটির অর্থ উদ্ঘাটন করছেন। তাঁর মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই আমাদের মনের ধারনা এবং এইসব ধারণার উপর আমাদের কনো নিয়ন্ত্রন নেই, যেহেতু সেগুলি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও আমাদের নিকট প্রেরিত। আমরা এইসব ধারণাকে সৃষ্টি ও ধ্বংস করতে পারি না।

বার্কলের যুক্তিটি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করা যেতে পারে-

বস্তু মাত্রই একটি ধারনা অর্থাৎ কতগুলি সংবেদনের সমষ্টি।

প্রত্যক্ষকারী মন ব্যাতীত সংবেদন থাকতে পারে না।

সুতরাং, 'কোনো বস্তু আছে' এর অর্থ হল কেউ না কেউ একে প্রত্যক্ষ করছে।

বার্কলের এই মতবাদ মেনে নিলে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, বস্তু গুলি প্রতি মুহুর্তে ধ্বংস হয় এবং প্রতি মুহুর্তে নতুন করে সৃষ্টি হয়। এর উত্তরে বার্কলে বলেন আমরা প্রত্যক্ষ করি বা না করি সমস্ত জাগতিক বস্তুর ধারণাই ঈশ্বরের মনে সর্বদাই বিরাজ করে। কাজেই বস্তু গুলির প্রতি মুহুর্তে ধ্বংস ও সৃষ্টির কল্পনা অবান্তর।

সমালোচোনাঃ বস্তুবাদীরা বার্কলের এই মতের সমালোচোনা করে বলেন- বস্তু সম্পর্কে কিছু জানতে গেলে বস্তুকে জ্ঞাতার মনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হতে হবে একথা ঠিক কিন্তু তার থেকে একথা বলা যায় না যে, জ্ঞাতার সাথে সম্পর্ক বর্জিত হয়ে তাদের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

STUDY MATERIAL

আধুনিক কালের প্রখ্যাত বস্তুবাদী দার্শনিক G.E.Moore ও একই ভাবে বলেন- সংবেদন যেহেতু একটি মানস ক্রিয়া তাই তা চৈতন্য বিশিষ্ট মন ছাড়া থাকতে পারে না একথা ঠিক কিন্তু তার থেকে বলা যায় না যে, যে বস্তুর উপর এই ক্রিয়ার প্রয়োগ হচ্ছে তাও মন ছাড়া স্বতন্ত্র ভাবে থাকতে পারে না।

STUDY MATERIAL